বাংলাদেশের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট

সম্প্রতি ২০১৮ সালের ১২ মে, বাংলাদেশ সময় ভোর ২টা ১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপন করা হয়। স্পেস এক্সের রকেট "ফ্যালকন ৯" এ করে স্যাটেলাইটটিকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট প্রেরণ করে। বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি ১১৯.১° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার ভূস্থির স্লটে স্থাপিত হয়েছে। এটি প্রস্তুত করেছে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠান থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস কোম্পানি। স্যাটেলাইটটির ওজন ৩.৭টন এবং মেয়াদ ধরা হয়েছে ১৫বছর। প্রক্রিয়াটিতে সর্বমোট খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা। অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে রাশিয়ার ইন্টার স্পুটনিকের কাছ থেকে। প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্পন্ন করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহটিতে ২৬টি কে-ইউ ব্যান্ড এবং ১৪টি সি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার সজ্জিত হয়েছে ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার কক্ষপথের অবস্থান থেকে। কে-ইউ ব্যান্ডের আওতায় রয়েছে বাংলাদেশ, বঙ্গোপসাগরে তার জলসীমাসহ ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। সি ব্যান্ডের আওতায় রয়েছে এই সমুদয় অঞ্চল।

(বংগবন্ধু-১ স্যাটেলাইট, ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের ভূ-কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই জন্য গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর ও রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় ভূকেন্দ্র তৈরি করা হয়। জয়দেবপুরের ভূ-কেন্দ্রটি হল মূল স্টেশন। আর বেতবুনিয়া স্টেশনটি দ্বিতীয় মাধ্যম ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে দুটি ভূ-উপগ্রহ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

এলডিসি ও বাংলাদেশ

১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী যে তিনটি দেশ প্রাথমিকভাবে এলডিসি মুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা হলো- ১. বাংলাদেশ, ২. মিয়ানমার, ৩. লাওস। এলডিসি (LDC= Least Developed Countries) মুক্ত হতে হলে জাতিসংঘের শর্তগুলো হলো-
১. তিন বছরের মাথাপিছু গড় আয় ১২৩০ ডলার হতে হবে।
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক মান ৬৬ বা তার বেশী হতে হবে।
৩. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক ৩২ বা তার কম হতে হবে।

এলডিসি ভুক্ত বর্তমানে দেশের সংখ্যা- ৪৭ টি। এলডিসি মুক্ত হলে এসব সুবিধা হারাতে হবে সেগুলো হলো-
১. জিএসপি সুবিধা
২. সহজ শর্তে ঋণ।
৩. কপিরাইট সুবিধা।

বাংলাদেশের সমুদ্রজয়

সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে International Tribunal for the Law of the Sea (ILOS) রায় দেয় ১৪ মার্চ, ২০১২ সালে। অপরদিকে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে PCA (Permanent Court of Arbitration) রায় দেয় ৭ জুলাই, ২০১৪ সালে। জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমা হচ্ছে ভিত্তি রেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক সীমা ভিত্তি রেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল।

বাংলাদেশের সাবমেরিন

সাবমেরিন থাকা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪১ তম। বাংলাদেশে থাকা দুইটি সাবমেরিনের নাম "নবযাত্রা" ও "জয়যাত্রা" । দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। এর নাম বিএনএস শেখ হাসিনা।

জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, সাহসিকতা এবং আন্তরিকতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতার পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৪০টি দেশের ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে ১ লাখ ৭১ হাজার ৯৫৭ জন শান্তিরক্ষী পাঠিয়ে জাতিসংঘের ইতিহাসে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় একটি রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এরমধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্য ১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭১ জন, নৌবাহিনী থেকে ৫ হাজার ৯১২ জন, বিমান বাহিনী থেকে ৭ হাজার ১০৬ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ১৯ হাজার ৬৬৮ জন বিভিন্ন দেশে মিশনে অংশ নেন। তাছাড়া বাংলাদেশ সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর এক হাজার ৮২৬ জন নারী শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ মিশনের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারী-পুরুষ সমতা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বর্তমানে ৮টি মিশনে বাংলাদেশের সর্বমোট ৬ হাজার ৮৩৬ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত আছেন। এরমধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্য ৫ হাজার ২৫৫ জন, নৌবাহিনীর ৩৪৫ জন, বিমান বাহিনীর ৫৮২ জন এবং পুলিশ বাহিনীর ৬৫৪ জন। শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর ২৪৬ জন নারী শান্তিরক্ষী কর্মরত আছেন।

১৯৮৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা সর্বোচ্চ পেশাদারি মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বিশ্ব শান্তি অন্বেষণে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর ১৫৩ জন শান্তিরক্ষী প্রাণ দিয়েছেন।

কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা জোটের নাম	সদস্যপদ লাভের তারিখ
১.	কমনওয়েলথ	১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
২.	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	১৭ মে, ১৯৭২
৩.	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)	১৭ জুন, ১৯৭২
৪.	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)	২২ জুন, ১৯৭২
৫.	বিশ্বব্যাংক	২ জুলাই, ১৯৭২
৬.	জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)	১৯৭২
৭.	ইউনেস্কো	২৭ অক্টোবর, ১৯৭২
৮.	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	১৪ মার্চ, ১৯৭৩
৯.	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা	১২ নভেম্বর, ১৯৭৩
১০.	ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
১১.	জাতিসংঘ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
১২.	ফিফা	১৯৭৬

১৩.	নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য	১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯
১৪.	সিরডাপ	৮ এপ্রিল, ১৯৮৭
১৫.	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা	১ জানুয়ারি, ১৯৯৫
১৬.	বিমসটেক	৬ জুন, ১৯৯৭
১৭.	আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড	১৬ জুলাই, ২০০৪
১৮.	আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	১ জুন, ২০১০
১৯.	পার্লামেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশন (PCA)	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময়

ছিটমহল দ্বারা এমন অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে বোঝায় যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য রাষ্ট্রের এ ধরনের ছিটমহল রয়েছে। ২০১৫ সালের ০১ আগস্টের পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের সর্বমোট ১৬২ টি ছিটমহল ছিল। ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় দুই দেশের মধ্যকার ৬৮ বছরের অমমাংসীত ছিটমহল গুলো বনময় করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতের ১১১টি ছিট্মহল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হল এবং ভারতের মধ্যে থাকা ৫১ টি ছিটমহল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো। এতে করে বাংলাদেশের ভাগে ১৭,১৬০ একর জায়গা এবং ভারতের ভূখণে ৭১১০ একর জায়গা অন্তর্ভুক্ত হল।

ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময় (ছবিঃ বিবিসি)

ইউনেস্কো কর্তৃক ৭ই মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি

২০১৭ সালের.৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে "ডকুমেন্টারি হেরিটেজ" (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই ভাষণটি সহ মোট ৭৭ টি গুরুত্বপুর্ণ নথিকে একইসাথে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনেস্কো পুরো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দলিলকে সংরক্ষিত করে থাকে। 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডব্লিউ) ' ৭ মার্চের ভাষণসহ এখন পর্যন্ত ৪২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা

প্রতিষ্ঠাকাল	সংস্থার নাম	সদর দপ্তর
২০০২	আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSG)	ফার্মগেট, ঢাকা
২০০১	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৯৯৭	বিমসটেক	গুলশান, ঢাকা
১৯৯৫	সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র	আগারগাঁও, ঢাকা
১৯৮৯	সার্ক কৃষি কেন্দ্র	ফার্মগেট, ঢাকা
১৯৭৯	সিরডাপ (CIRDAP)	চামেলী হাউস, ঢাকা

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর মতে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান-

ঐতিহ্য	স্থানের নাম	স্বীকৃতিকাল
সোমপুর বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ	১৯৮৫ সাল
ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সাল
সুন্দরবন	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট	১৯৯৭ (৭৯৮ তম)

ইউনেস্কো ঘোষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-

ঐতিহ্য	স্বীকৃতিকাল
বাউল গান	২০০৮ সাল
জামদানি শাড়ি	২০১৩ সাল
মঙ্গল শোভাযাত্রা	২০১৬ সাল
শীতলপাটি	২০১৭ সাল

জি,আই পণ্য-
১. জামদানি শাড়ি (২০১৬); ২.ইলিশ (২০১৭); ৩.ক্ষীরশাপাতি আম(২০১৮)

রামসার ঘোষিত সাইট-
১. সুন্দরবন (২১ মে, ১৯৯২ সাল)
২.টাঙ্গুয়ার হাওড় (২০ জানুয়ারি, ২০০০ সাল)
৩. হাকালুকি হাওড় (২০১৯ সাল)

এভারেস্ট বিজয়ে বাংলাদেশ

২৩মে, ২০১০ সালে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন মূসা ইব্রাহীম। পরবর্তীতে এমএ মুহিত ২১ মে, ২০১১ সালে দ্বিতীয় বাংলাদেশী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র তিনিই দুইবার এভারেস্টের চূড়ায় আরোহন করেছেন। এছাড়াও প্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে নিশাত মজুমদার (১৯ মে, ২০১২) এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশী নারী হিসেবে ওয়াসফিয়া নাজনীন (২৬ মে, ২০১২) এভারেস্ট জয় করেন। ২০ মে, ২০১৩ সালে তৃতীয় বাংলাদেশী পুরুষ হিসেবে মোঃ খালেদ হোসাইন এভারেস্ট জয় করেন।

(এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি মূসা ইব্রাহীম। ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

জন্ম ও পরিচয়ঃ
১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে জন্ম। পিতা মহম্মদ ওয়াজিদ বরিশালের প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম সায়িদুন্নিসা খাতুন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলার বাঘ ও হক সাহেব নামে পরিচিত।

শিক্ষা ও কর্মজীবনঃ
১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ডিভিশনাল স্কলারশিপ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বৃত্তি নিয়ে এফ. এ. এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা রসায়ন- এ বিষয়ে স্নাতক সম্মান নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৮৯৫ গণিতশাস্ত্রে এম এ পাস করেন। ১৮৯৭ সালে ডিস্টিংশনসহ ল' পাস করার পরে আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষানবিস হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬ সাল হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সরকারি চাকরি করেন।
রাজনৈতিক জীবনঃ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-৪৩), পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪) এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) ছিলেন । তিনি ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজন প্রথা বাতিল আইনের প্রবর্তক। তিনি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ। তিনি ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলমান মেয়র।

মৃত্যুঃ
১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার সমাধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এটি "তিন নেতার মাজার" নামে পরিচিত।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

জন্মঃ

১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম।

রাজনৈতিক জীবনঃ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি সুধী সমাজ কর্তৃক 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে আখ্যায়িত হন। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন; তখনকার সময়ে মেয়র ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। ১৯৫৫ সালের ১১ আগস্ট হতে ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান আইনসভায় বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন। ১৯৫৬সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (১৯৫৬ সালে চৌধুরীর পদত্যাগের পর তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন)।

মৃত্যুঃ

স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৩ দেশের বাইরে যান এবং লেবাননের রাজধানী বৈরুতে একটি হোটেলে অবস্থানকালে সে বছরই ৫ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

জন্মঃ
১৮৮০ সালে, সিরাজগঞ্জে। তিনি লাল মাওলানা নামেও পরিচিত, এছাড়া মজলুম জননেতা বলা হয়।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডঃ
আসামের ভাষা অঞ্চলের কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক ও সংগ্রামী জীবনের সূচনা। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সিলেট বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী প্রচেষ্টায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয় ৩১ জানুয়ারি,১৯৫২ সালে। তিনি ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন এবং আজীবন এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন তিনি।

ঐতিহাসিক লংমার্চঃ
গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক লংমার্চ পরিচালিত হয়। ১৯৭৬ সালের ১৬মে পদ্মা নদীর তীরবর্তী বিভাগীয় শহর রাজশাহী থেকে ফারাক্কা বাঁধ অভিমুখী এই অভিযাত্রা শুরু করা হয়। এই পদযাত্রা ১৭ই মে অপরাহ্নে ভারতীয় সীমান্তের কাছে কানসাটে গিয়ে শেষ করা হয়।

মৃত্যুঃ
১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাকে কবর দেয়া হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

জন্মঃ

১৯২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার যশোর ইউনিয়নের বীরদামপাড়া গ্রামে।

শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনঃ

১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক সম্মান, ১৯৪৭ সালে এম এ এবং ১৯৫৩ সালে এলএলবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সালে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি সর্বদলীয় একশন কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই পদে ১৭২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যু

জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম কে প্রথমে গৃহবন্দী এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২৩ শে আগস্ট গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় একই বছরের ৩রা নভেম্বর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ছবিঃ দি ডেইলি স্টার)

তাজউদ্দিন আহমেদ

তাজউদ্দিন আহমেদের জন্ম ২৩ জুলাই, ১৯২৫ সালে। তাঁর জন্মস্থান ছিল গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১০ এপ্রিল, ১৯৭১- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২)। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হন ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে এবং ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ জুন, ১৯৭২ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এর মতো তাকেও ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই দিনটি **"জেলহত্যা দিবস"** নামে পরিচিত।

(তাজউদ্দিন আহমেদ)

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জের কুড়িপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের একমাত্র হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে ' শহীদ এম. মনসুর আলী জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা'। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরে তাঁকেও কারাবন্দি থাকা অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এম. মনসুর আলী (ছবিঃ কালের কণ্ঠ)

এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৯২৩ সালে রাজশাহীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন.১৯৫৬ সালে এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। তাঁর পুরো নাম আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁকেও কারাগারে বন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান (ছবিঃ amadersomoy.com)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বাংলা) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা সুন্দরী দেবী। ১৯১৩ সালে "গীতাঞ্জলি" কাব্যের জন্য এশিয়াতে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে 'স্যার' উপাধি (নাইটহুড) দেয়। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এখানে। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' নামক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বাংলা) কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বাংলা) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার আসানসোল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। বাল্য বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগদান করেন। ১৯১৭সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাজী নজরুল ইসলাম সৈনিক দলে নাম লেখান। যুদ্ধশেষে পরবর্তীতে দেশে ফিরে তিনি সৈনিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য সাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল "বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী"। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি “সওগাত” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফনিমনসা, সাত ভাই চম্পা, চক্রবাক প্রভৃতি। বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা কুহেলিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। নজরুলের গান নজরুল সঙ্গীত নামে পরিচিত। বাংলাদেশের রণ সংগীত তিনিই রচনা করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কবির বাকি জীবন বাংলাদেশেই কাটে।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুলকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। ১৯৭৬ সালে নজরুলের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (ছবিঃ কালের কণ্ঠ)

হাজী শরীয়ত উল্লাহ

পলাশীর যুদ্ধে নির্মম পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি ছিলেন ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান রূপকার। তাঁর নামানুসারে শরীয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহসিন উদ্দিন দুদুমিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

নবাব সলিমুল্লাহ

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। কলকাতার প্রভাবশালী হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হুগলি (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পারিবারিক নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজ ১৮৩৯ সালে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে।। পরবর্তীতে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও নারী শিক্ষার প্রসার আন্দোলন প্রভৃতির জন্য বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য।

হাজী মুহাম্মদ মহসিন

হাজী মুহাম্মদ মহসিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় ১৭৩২সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈপিত্রেয় ভগ্নি মন্নুজান খানম থেকে পিতৃ সম্পত্তি লাভ করার কারণে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হন। তাঁকে 'দানবীর' বা 'বাংলার হাতেম তাই' বলা হয়। গরীব মেধাবী লেখাপড়ার জন্য তিনি 'মহসিন ট্রাস্ট' গঠন করেন। ১৮৪৮ সালে হাজী মুহাম্মদ মহসিন হুগলি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়। তিনি ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ 'সংবাদপত্র বিধি' পাস হলে রাজা রামমোহন রায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে ধারণা প্রচার করেন। ১৮২৫ সালে তিনি 'বেদান্ত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপের আন্দোলন করেন এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন। ১৮২৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ নামের পরিবর্তে

'ব্রাহ্মধর্ম' নাম গ্রহণ করা হয় ১৮৪৩ সালে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থটি রচয়িতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাজা রামমোহন রায় (ছবিঃ বাংলাপিডিয়া)

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহের মাত্র ১০ বছর পর তার স্বামী জনাব সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। বেগম রোকেয়া 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। রোকেয়ার তার নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন মতিচূর প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। সুলতানার স্বপ্ন(১৯০৫), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) ইত্যাদি তাঁর সৃজনশীল রচনা.১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

সৈয়দ আমীর আলী

১৮৭৭ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন সৈয়দ আমীর আলী। এর মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ- "The Spirit of Islam" এবং "A Short History of Saracens"।

লালন ফকির

লালন ফকিরের জন্ম ঝিনাইদহে। তার মৃত্যু কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে। তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি লালনগীতি- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'মিলন হবে কত দিনে', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', 'জাত গেল জাত গেল বলে' ইত্যাদি।

হাসন রাজা

সুনামগঞ্জ জেলার লক্ষণশ্রী গ্রামে ১৮৫৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার অপর নাম অহিদুর রাজা। তিনি 'মরমী সাধক' হিসেবে পরিচিত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই ২৪ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাতত্ত্বে এ এবং পরে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট এবং ডিপ্লোমা (ভাষাতত্ত্ব) ডিগ্রি ভূষিত হন। "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত", "বাংলা সাহিত্যের কথা", "বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" ইত্যাদি তাঁর অসামান্য কীর্তি। তিনি আলাওলের পদ্মাবতী সহ আরো মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। শিশু পত্রিকা তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল সংলগ্ন স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ছবিঃ বাংলাপিডিয়া)

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবর নাটক রচনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তিনি শহীদ হন।

মুনীর চৌধুরী (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জের কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন যেটি বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- "মনপুরা-৭০", "ম্যাডোনা-৪৩", "নবান্ন", "গাঁয়ের বধু", "সংগ্রাম"।

এস এম সুলতান

শেখ মুহম্মদ সুলতান নড়াইলের মাসিমদিয়ায় ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নড়াইলে "শিশুস্বর্গ" ও "চারুপীঠ" নামে দুটি শিশু চিত্রাংকন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি "নন্দন কানন" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্প হচ্ছে -"হত্যাযজ্ঞ", "চর দখল", "মাছ ধরা", "ধানকাটা"। এস এম সুলতান ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পান।

সত্যজিৎ রায়

কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও তার পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায়। সত্যজিৎ উপমহাদেশ অস্কার অস্কারজয়ী চলচ্চিত্রকার। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র ফেলুদার অমর সৃষ্টি। তার বিখ্যাত চিত্রগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- "হীরক রাজার দেশে", "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত," "অশনি সংকেত", "চারুলতা"।

কামরুল হাসান

চিত্র শিল্পী কামরুল হাসান ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার সময় জেনারেল ইয়াহিয়ার মুখের ছবি নিয়ে আঁকা এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে পোস্টারটি বিখ্যাত। "তিন কন্যা", "নাইওর", "রায়বেশে নৃত্য", তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার।

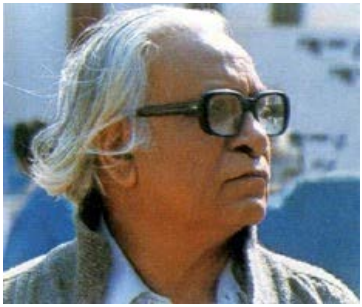

চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান (ছবিঃ বাংলাপিডিয়া)

ফজলে হাসান আবেদ

ফজলে হাসান আবেদ বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি "র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার", "নাইটহুড পদক", "ইয়াইদান পুরস্কার", "বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার" সহ অসংখ্য পদক ও সম্মাননা ভূষিত হন। ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ (ছবিঃ বিবিসি)

ড. কুদরত-ই-খুদা

ড. কুদরত-ই-খুদা ১ ডিসেম্বর ১৯০০ সালে ভারতের বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যেটি "ড.কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন" নামে পরিচিত। কমিশনটি ১৯৭২ সালে গঠিত হয়।

হীরালাল সেন

হীরালাল সেন ছিলেন একজন বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় তাঁকে। তিনি মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে হীরালাল সেন উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র "আলিবাবা ও চল্লিশ চোর" নির্মাণ করেন।

অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেন ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায় তিনি অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী প্রথম এশীয় ও বাঙালি। অমর্ত্য সেনের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ - "Poverty and Famine", "The Idea of Justice", "Identity and Violence: the Illusion of Destiny" । ১৯৯৮ সালে "দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য" নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

ফজলুর রহমান খান

ফজলুর রহমান খান বিশ্বের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম- শিকাগোর "হ্যানকক সেন্টার" (১০০ তলা) শিকাগোর "সিয়ার্স টাওয়ার" (১১০ তলা), সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ টার্মিনাল। ১৯৮২ সালের ২৬ মার্চ তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর ১৯৮৩ সালে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস তাঁকে সম্মাননা প্রদান করে। একই বছর তিনি "আগাখান" সম্মানে ভূষিত হন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর "স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করে।

সৈয়দ মাইনুল হোসেন

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস মুন্সীগঞ্জের দামপাড়ায়। তার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম- জাতীয় স্মৃতিসৌধ (১৯৭৮), ঢাকা জাদুঘর (১৯৮২), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন (১৯৮০), উত্তরা মডেল টাউন (১৯৮৫)। তিনি ১৯৮৮ সালে একুশে পদক এবং ২০০৭ সালে শেলটেক পদক লাভ করেন। ২০১৪ সালের ১০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়স মাইনুল হোসেন (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

চাষী নজরুল ইসলাম

চাষী নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার একুশে পদক সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। .১৯৪১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র "ওরা ১১ জন"। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল- "ওরা ১১ জন", "দেবদাস", "সংগ্রাম", "পদ্মা মেঘনা যমুনা", "হাঙ্গর নদী গ্রেনেড", "বেহুলা লক্ষিন্দর"। ১১ জানুয়ারি, ২০১৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. মাকসুদুল আলম

ড. মাকসুদুল আলম প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পেঁপের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া হোলো ব্যাক্টেরিয়ামের জীবন্রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি ২০১০ সালে তোষা পাটের জীবনরহস্য, ২০১২ সালে ম্যাক্রোফমিনা ফসিলিওনা নামক এক ছত্রাকের জিন নকশা এবং.২০১৩ সালে দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। ড. মাকসুদুল আলম ২০ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী বিরোধী দলীয় নেতা এবং দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। ২০১৮ সালের ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শীর্ষ ক্ষমতাধর নারীদের ২৬ তম স্থান অধিকার করেন তিনি। নেদারল্যান্ডের প্রভাবশালী ম্যাগাজিন "ডিপ্লোম্যাট" এর সেপ্টেম্বর-২০১৯ সংস্করণের প্রচ্ছদে শেখ হাসিনাকে "মাদার অফ হিউম্যানিটি" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ২০১৫ সালে "চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ", ২০১৪ সালে "ট্রি অব পিস", ২০১০ সালে "ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার" লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ হাসিনাকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করা হয়। ৭ জানুয়ারি, ২০১৯ সালে চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। এছাড়াও ১৯৯৬, ২০০৮, এবং ২০১৪ সালেও আরও তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন।

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর শহরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর। ১৯২০ সালে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি বিখ্যাত "কবর" কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল- নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, রঙিলা নায়ের মাঝি, এক পয়সার বাঁশি, হাসু ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় পল্লীর জীবন ও প্রকৃতিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি "পল্লীকবি" নামে অধিক সমাদৃত।

জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুরের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্র কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। গাছেরও যে জীবন আছে সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম "অব্যক্ত"। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়।

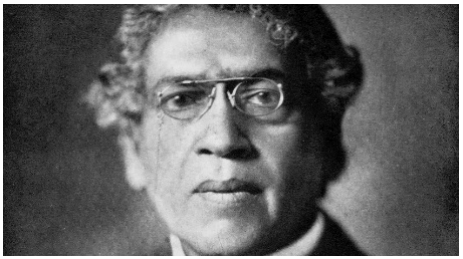

জগদীশ চন্দ্র বসু (ছবিঃ বিবিসি)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সুরসাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে। রাগ সংগীত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছিলেন অনন্য। পন্ডিত রবিশংকরের গুরু হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল আলীম

ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র "মুখ ও মুখোশ" -এর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন আবদুল আলীম। সংগীতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে।

ড. মুহম্মদ ইউনুস

ড. মুহম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্ষুদ্র ঋণ ধারণার প্রবর্তক। ২৬ অক্টোবর ২০১২ সালে স্কটল্যান্ডর গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ হল "দারিদ্র্য বিশ্বের অভিমুখে" এবং "Banker to the Poor"। ২০১৬ সালের ব্রাজিলের রিও অলিম্পিকের মশাল প্রজ্জ্বলন করেন। ড. ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

নবাব আব্দুল লতিফ

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নবাব আবদুল লতিফ। "নীল কমিশন" গঠনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল। আব্দুল লতিফকে প্রথমে "খান বাহাদুর" এবং পরে "নবাব" উপাধি দেয়া হয়।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD):
•প্রতিষ্ঠাকাল- ২৭ মে, ১৯৫৯।
•প্রতিষ্ঠাতা- আখতার হামিদ খান।
•BARD এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Academy for Rural Development
•অবস্থান- কোটবাড়ি, কুমিল্লা।
•প্রধান কর্মকর্তার পদ- মহাপরিচালক।

২. বাংলা একাডেমিঃ
•প্রতিষ্ঠাকাল- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সাল (ঢাকার বর্ধমান হাউসে)।
•উদ্বোধন করেন- মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার।
•স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক- অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম।
•বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক- ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬)।
•অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু হয়- ১৯৮৪ সাল থেকে।

৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটঃ
•উদ্বোধন- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০।
•স্থান- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ইন্সটিটিউটঃ
•অবস্থান- গণকবাড়ী, সাভার।

৫. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনঃ
•প্রতিষ্ঠাকাল- ১ ডিসেম্বর, ২০০৮।
•অবস্থান- কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
•বর্তমান চেয়ারম্যান- কাজী রিয়াজুল হক
•চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বয়সসীমা- ন্যূনতম ৩৫ বছর, সর্বোচ্চ ৭২ বছর।
•চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।

৬. তথ্য কমিশনঃ

•বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার- মরতুজা আহমদ।
•কমিশনের সদস্য সংখ্যা- ৩ জন।
•সদস্যদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।

৭. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষঃ

•অবস্থান- মতিঝিল, ঢাকা।
•প্রতিষ্ঠাকাল- ৩ অক্টোবর, ১৯৫৮।

৮. বাংলাদেশ শিশু একাডেমিঃ

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৫ জুলাই, ১৯৭৭।
•অবস্থান- ঢাবির দোয়েল চত্বর সংলগ্ন।
•প্রতিষ্ঠাতা- জিয়াউর রহমান।
•কার্যক্রম- শিশুদের প্রতিভা বিকাশ করা এবং সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৯. চারুকলা ইন্সটিটিউটঃ

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৪৮ সাল।
•অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. দুর্নীতি দমন কমিশনঃ

•প্রতিষ্ঠাকাল- ২১ নভেম্বর, ২০০৪।
•অবস্থান- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
•সদস্য- ৩ জন (১ জন চেয়ারমান)।
•বর্তমান চেয়ারম্যান- ইকবাল মাহমুদ।

১১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI):

•প্রতিষ্ঠাকাল- ৪ আগস্ট, ১৯৭৪।
•অবস্থান- জয়দেবপুর, গাজীপুর।

১২. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP):

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৬।
•অবস্থান- জিরানী, সাভার।

১৩. BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority):

•বেপজার গভর্নর বোর্ডের চেয়ারম্যান- বাংলাদশের প্রধানমন্ত্রী।
•বর্তমানে সরকারি ইপিজেড ৮টি- ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা ঈশ্বরদী, উত্তরা, আদমজী, কুমিল্লা ও কর্ণোফুলী।

১৪. ECNEC (Executive Committee of NAtional Economic Council):
•সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী।
•প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সভাপতি- অর্থমন্ত্রী।
•বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- আগারগাওয়ের পরিকল্পবা কমিশন ভবনে।

১৫. বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘরঃ
•প্রতিষ্ঠাকাল- ৬ অক্টোবর, ১৯৯৬।
•অবস্থান- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
•বর্তমান নাম- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন জাদুঘর।

১৬. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরঃ
•প্রতিষ্ঠাকাল- ২২ মার্চ, ১৯৯৬।
•অবস্থান- আগারগাঁও, ঢাকা।

১৭. NIPORT (National Institute of Population Research and Training):
•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৭ সাল।
•অবস্থান- ঢাকা।

১৮. জাতীয় আর্কাইভসঃ
• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৩ সাল।
•অবস্থান- আগারগাঁও ঢাকা।
• কার্যক্রম- ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও উপাদান সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।

১৯. নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ
• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৭ সাল।
• অবস্থান- ফরিদপুর (১৯৮৮ সালে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের স্থানান্তর করা হয়)

২০. নজরুল ইন্সটিটিউটঃ
• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস।
• সর্বোচ্চ পদ- পরিচালক
• সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান

২১. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রঃ
• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৮
• স্লোগান- " আলোকিত মানুষ চাই"।

• প্রধান কার্যালয়- বাংলামোটর, ঢাকা।
• উদ্দেশ্য- গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করা।

২২. লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC):

• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৪ সাল।
• প্রধানের পদবী- রেক্টর।
• পূর্ণরূপ- Public Administration Training Centre ।

২৩. জাতীয় গ্রন্থাগারঃ

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৩ সাল
• অবস্থান- অবস্থান আগারগাঁও ঢাকা।

২৪. BFDC

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৮ সাল।
• অবস্থান- ঢাকা
• প্রথম ছবি- 'মুখ ও মুখোশ'।

২৫. উদীচীঃ

• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৬৮ সাল।
• প্রতিষ্ঠাতা- বিপ্লবী কথাশিল্পী সত্যেন সেন।
• অবস্থান- তোপখানা রোড, ঢাকা।

২৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোঃ

• প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৫
• সদর দপ্তর- আগারগাঁও, ঢাকা।

বিখ্যাত ধর্মীয় স্থাপনাসমূহ

১. বায়তুল মোকাররম

•আব্দুল লতিফ ইব্রাহিম বাওয়ানী প্রথম ঢাকাতে বিপুল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে
• ১৯৫৯ সালে "বায়তুল মোকাররম মসজিদ সোসাইটি" গঠন করা হয়।
•১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।
• মসজিদ কমপ্লেক্স নকশা করেন স্থপতি টি. আব্দুল হোসেন থারিয়ানি ।
• ৪০,০০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন এই মসজিদ কমপ্লেক্স এর একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

২. তারা মসজিদঃ

•প্রতিষ্ঠাতা- অষ্টাদশ শতক।
• অবস্থান- আরমানিটোলা, ঢাকা।
• নির্মাতা- জমিদার মির্জা গোলাম পীর।
• মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট ও প্রস্থ ২৬ ফুট।
• মসজিদের সংস্কার করেন- আলিজান বেপারী (১৯২৬ সালে)।

৩. সাত গম্বুজ মসজিদঃ

• নির্মাণকাল- সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৮০ সাল)
• নির্মাতা- শায়েস্তা খান (বা তাঁর পুত্র উমিদ খান)।
• অবস্থান- মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
• মসজিদের পশ্চিম পাশে বাংলাদেশের বিখ্যাত মাদ্রাসা জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া অবস্থিত।

৪. ষাট গম্বুজ মসজিদঃ

• অবস্থান- বাগেরহাট (খানজাহান আলীর মাজার হতে দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে)
•মোট গম্বুজ- ৮১ টি।
• প্রতিষ্ঠাকাল- পঞ্চদশ শতাব্দী
• প্রতিষ্ঠাতা- খানজাহান আলী
• ইউনেস্কো ১৯৮৩ সালে এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে।

৫. খানজাহান আলীর মাজারঃ

• অবস্থান- বাগেরহাট জেলার ঠাকুর দিঘীর উত্তর পাড়ে।

• খানজাহান আলী ১৪৫৯ বাগেরহাটে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. হযরত শাহজালাল (রহ.) এর এর মাজারঃ

• অবস্থান- সিলেট

•তিনি সিলেটে আগমন করেন ১৩০৩ সালে।

• হযরত শাহজালাল, শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যদলের সাথে যোগদান করে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেন ।এর ফলে ওই অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে আসে।

৭. বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারঃ

• অবস্থান- চট্টগ্রাম শহরের উত্তর।

•সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে বায়েজিদ বোস্তামীর দরগায়।

এক নজরে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মসজিদ সমূহ

মসজিদের নাম	অবস্থান
১. বায়তুল মোকাররম	ঢাকা
২. লালবাগ শাহী মসজিদ	লালবাগ, ঢাকা
৩. বাঘা মসজিদ	রাজশাহী
৪. সাত গম্বুজ মসজিদ	মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৫. ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট
৬. তারা মসজিদ	আরমানিটোলা, ঢাকা
৭. আতিয়া জামে	টাঙ্গাইল
৮. নয় গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট
৯. গোয়ালদি মসজিদ	পানাম নগর, সোনারগাঁও

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার গুলোর অবস্থান

বিহারের নাম	অবস্থান
১. শালবন বিহার	কুমিল্লা
২. জগদ্দল বিহার	নওগাঁ
৩. সোমপুর বিহার	নওগাঁ
৪. মহামুনি বিহার	রাউজান, চট্টগ্রাম
৫. রাজবন বিহার	রাঙ্গামাটি
৬. সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী
৭.ভাসু বিহার	বগুড়া
৮. সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর

১. আহসান মঞ্জিল

•আহসান মঞ্জিল ছিল ফরাসি কুঠিয়ালদের রংমহল।

• ১৮৩৫ সালে খাজা আলিমুল্লাহ এটি ফরাসিদের নিকট হতে করেন।

•১৮৭২ সালে নবাব আব্দুল গনি এ কে সংস্কার করেন এবং তার পুত্রের নাম অনুযায়ী 'আহসান মঞ্জিল' নামকরণ করেন।

• দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকার পর ১৯৮৫ সালে সরকার এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করে।

২. লালবাগ দুর্গ

•আদি নাম কেল্লা আওরঙ্গবাদ।

• নির্মাণকাল- ১৬৭৮ সালের ২৯ জুলাই।

• যুবরাজ মুহম্মদ আজম এটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

• এক বছর পর সুবেদার শায়েস্তা খান ইব্রাহিম খান লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

• দুর্গের অভ্যন্তরে শায়েস্তা খানের কন্যা পরিবিবির মাজার রয়েছে (পরিবিবির আসল নাম ছিল ইরান দুখত)

৩. শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

•অবস্থান- কুষ্টিয়া শহর থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে।

• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য চর্চা নিদর্শন রয়েছে

• রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি দেখাশোনার কাজ এখানে জীবনের অনেকাংশ কাটিয়েছেন।

(শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

৪. বড় কাটরা

•নির্মাণকাল- ১৬৪৪ সাল।
• প্রতিষ্ঠাতা - শাহজাদা সুজা।
• নির্মাণ প্রকৌশলী- আবুল কাশেম।
• অবস্থান- চকবাজার, ঢাকা।

৫. ছোট কাটরা

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১৬৬৩-৬৪ সাল।
• সুবেদার শায়েস্তা খানের নিজ বসবাস এবং সুবেদারি কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতো।
• 1816 সালে এটিকে স্কুলে পরিণত করা হয়।

৬. বাহাদুর শাহ পার্ক

•নামকরণ- ১৯৫৭ সালে (সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে)।
• ১৮৫৭ সালে এখানে সিপাহী ও বিপ্লবী দের ফাঁসি দেয়া হয়।
• পার্কের নামকরণ করা হয় ভারতবর্ষের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ এর নামানুসারে।

৭. হোসেনী দালান

•অবস্থান- বকশিবাজার, ঢাকা।
• নির্মাতা- সৈয়দ মীর মুরাদ।
• সম্রাট শাহজাহানের আমলে নির্মিত হয়।
•হোসেনী দালান প্রায় ৩০০ বছরের পুরাতন।

৮. উত্তরা গণভবন

•নির্মাণকাল- ১৭৪৩ সাল (রাজা দয়াময় রায় এটি নির্মাণ করেন)।
•১৯৬৭ সালে এটিকে গভর্নর হাউসে রূপান্তরিত করা হয়
•"উত্তরা গণভবন" নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
• অবস্থান- নাটোর।
• বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয় হিসেবে এটি স্বীকৃত।

৯. সোমপুর বিহার

•অবস্থান- পাহাড়পুর, নওগাঁ।
• নির্মাতা- পাল বংশ রাজা ধর্মপাল।
• উল্লেখযোগ্য স্থান- "সত্য পীরের ভিটা"।
• ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহার।

(পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

১০. শালবন বিহার

•নির্মাতা- দেব বংশীয় রাজা ভবদেব।

• নির্মাণকাল- অষ্টম শতকের শেষার্ধে।

• অবস্থান- কুমিল্লা শহরের আট মাইল পশ্চিমে ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে।

•আনন্দ বিহার থেকে দুই মাইল দক্ষিণে শালবন বিহার অবস্থিত।

• এটি শালবন রাজার প্রাসাদ নামেও পরিচিত।

১১. ঢাকেশ্বরী মন্দির

•ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির।

•নির্মাতা- বল্লাল সেন।

১২.কান্তজির মন্দির

•অবস্থান- দিনাজপুর জেলার টেপা নদীর তীরে।

• নির্মাণকাল- ১৭৫২ সাল।

• নির্মাতা- মহারাজ রামনাথ।

• এটি কান্তজিউ মন্দির বা কান্তনগর মন্দির বা কান্তজির মন্দির নামে পরিচিত।

কান্তজির মন্দির, দিনাজপুর (ছবিঃ pinterest)

১৩. লালন শাহের মাজার

•লালন শাহের মৃত্যু দিবস- ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ সাল।
• প্রতি বছর তাঁর মৃত্যু তারিখে অনুসারীদের সমাগম ঘটে।
• ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম "মহাত্মা" উপাধি দেয়া হয় লালন শাহকে।
•১৮৮৯ সালে জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম লালন শাহ এর ছবি অঙ্কন করেন।

১৪. বঙ্গভবন

•১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর জায়গাটিকে বাংলার বড়লাটের জন্য ভবন নির্মাণে বরাদ্দ দেয়া হয়।
•১৯৪৭ পর্যন্ত এটির নাম ছিল গভর্নর হাউস।
•১৯৭২ সালে এর নামকরণ করা হয় "বঙ্গভবন"।
• বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গভবনে অবস্থান করেন।
• এটি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।

(বঙ্গভবন, ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

বাংলাদেশের বিখ্যাত জাদুঘরের অবস্থান

জাদুঘরের নাম	অবস্থান
বরেন্দ্র জাদুঘর	রাজশাহী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	শাহবাগ
বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর	ধানমন্ডি ৩২, ঢাকা
আহসান মঞ্জিল	ইসলামপুর, ঢাকা
ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর	সিলেট
কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র জাদুঘর	শিলাইদহ, কুষ্টিয়া
লালন জাদুঘর	ছেউড়িয়া, কুষ্টিয়া
লোকশিল্প জাদুঘর জাদুঘর	সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি জাদুঘর	বিরিশিরি, নেত্রকোনা
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও
ভূগর্ভস্থ জাদুঘর	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর	পিলখান, ঢাকা
ময়নামতি জাদুঘর	কুমিল্লা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপত্য/ ভাস্কর্য

স্থাপত্য/ ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জাতীয় সংসদ ভবন	লুই আই কান	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	লারোস	কুর্মিটোলা, ঢাকা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন
কমলাপুর রেলস্টেশন	বব বুই	কমলাপুর, ঢাকা
তিন নেতার মাজার	মাসুদ আহমেদ এবং এস এ জহির উদ্দিন	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সৈয়দ মাইনুল হোসেন	সাভার, ঢাকা

জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বিজয় '৭১	শ্যামল চৌধুরী	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
শাপলা চত্বর	আব্দুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
দোয়েল চত্বর		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিজয় উল্লাস	শামীম শিকদার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	মিরপুর, ঢাকা
রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ		রাজারবাগ, ঢাকা
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ	কলাভবন, ঢাবি
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তির পায়রা		টিএসসি, ঢাবি
গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	মৃণাল হক	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দুর্জয়		রাজারবাগ, ঢাকা
বলাকা		মতিঝিল, ঢাকা
রাজসিক বিহার		হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা

সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুন্ডু	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সার্ক ফোয়ারা		কারওয়ান বাজার, ঢাকা
কদম ফোয়ারা		জাতীয় ঈদগাহের সামনে, ঢাকা
সাম্পান		শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম
বায়তুল মোকাররম	আবুল হুসাইন হারিয়ানি	গুলিস্তান, ঢাকা
মুক্তি ও গণতন্ত্র	রবিউল হুসাইন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বামী বিবেকানন্দ	শামীম শিকদার	জগন্নাথ হল, ঢাবি
সোনার বাংলা	শ্যামল চৌধুরী	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
শিখা অনির্বাণ		ঢাকা সেনানিবাস
শিখা চিরন্তন		সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
একাত্তর স্মরণে		বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

বাংলাদেশের পুরস্কার ও সম্মাননা

বাংলাদেশ সরকারের দেয়া পুরস্কারগুলো হল-
১. বীরত্ব পুরস্কার ২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
৩. স্বাধীনতা পুরস্কার ৪. জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার
৫. একুশে পদক পুরস্কার ৬. জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
৭. বঙ্গবন্ধু পুরস্কার ৮. শিশু একাডেমী পুরস্কার
৯. শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার

বীরত্ব পুরস্কার

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ৬৭৬ জনকে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
বীর উত্তম	৬৮ জন
বীর বিক্রম	১৭৫ জন
বীর প্রতীক	৪২৬ জন
মোট	৬৭৬ জন

একুশে পদক-২০২০

একুশে পদকের প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৬ সালে। একুশে পদক-২০২০ যাদের প্রদান করা হলো-

নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১. মরহুম আমিনুল ইসলাম বাদশা	ভাষা আন্দোলন	মরণোত্তর
২. বেগম ডালিয়া নওশিন	শিল্পকলা (সঙ্গীত)	
৩. জনাব শংকর রায়	শিল্পকলা (সংগীত)	
৪. বেগম মিতা হক	শিল্পকলা (সংগীত)	
৫. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা খান	শিল্পকলা (নৃত্য)	
৬. জনাব এস এম মহসিন	শিল্পকলা (অভিনয়)	
৭. অধ্যাপক শিল্পী ড.ফরিদা জামান	শিল্পকলা (চারুকলা)	
৮. মরহুম হাজী আক্তার সরদার	মুক্তিযুদ্ধ	মরণোত্তর
৯. মরহুম আব্দুল জব্বার	মুক্তিযুদ্ধ	মরণোত্তর
১০. মরহুম ডা. আ.আ.ম. মেসবাহুল হক	মুক্তিযুদ্ধ	মরণোত্তর

১১. জনাব জাফর ওয়াজেদ	সাংবাদিকতা	
১২. ড. জাহাঙ্গীর আলম	গবেষণা	
১৩. হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সাইফুর রহমান নিজামী শাহ	গবেষণা	
১৪. অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	শিক্ষা	
১৫. অধ্যাপক ড. শামসুল আলম	অর্থনীতি	
১৬. সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সমাজসেবা	
১৭. ড. নুরুন নবী	ভাষা ও সাহিত্য	
১৮. মরহুম সিকদার আমিনুল হক	ভাষা ও সাহিত্য	মরণোত্তর
১৯. বেগম নাজমুন নেসা পিয়ারি	ভাষা ও সাহিত্য	
২০. অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার	চিকিৎসা	
২১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা	

স্বাধীনতা পদক-২০২০

এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ১৯৭৭ সাল থেকে পুরস্কার দেয়া হয়।
স্বাধীনতা পদক-২০২০ এর জন্য মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন-

ক্ষেত্র	নাম
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ	•গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) • মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ • মরহুম মুহম্মদ আনোয়ার পাশা • আজিজুর রহমান
চিকিৎসা	•অধ্যাপক মো ওবায়দুল কবীর চৌধুরী • অধ্যাপক এ কে এম মুক্তাদির
সংস্কৃতি	•কালীপদ দাস • ফেরদৌসী মজুমদার
শিক্ষা	•টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস

বাংলা একাডেমি পুরস্কার-২০১৯

বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৯৬০ সালে এই পুরস্কার চালু হয়। মূলত প্রবন্ধ ও গবেষণা মূলক সাহিত্যকর্ম, কবিত্ উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, অনুবাদ, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং ২রা ফেব্রুয়ারি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাংলা একাডেমি পুরস্কার-২০১৯ বিজয়ীদের মাঝে কে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-

নাম	ক্ষেত্র
মাকিদ হায়দার	কবিতা
ওয়াসি আহমেদ	কথাসাহিত্য
স্বরোচিষ সরকার	প্রবন্ধ গবেষণা
খায়রুল আলম সবুজ	অনুবাদ
রফিকুল ইসলাম	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষণা
রতন সিদ্দিকী	নাটক
নাদিরা মজুমদার	বিজ্ঞান
ফারুক মঈনউদ্দীন	আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী
রহিম শাহ	শিশু সাহিত্য
সাইমন জাকারিয়া	ফোকলোর

শিশু একাডেমী পুরস্কার

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের সার্বিক বিচারে এই পুরস্কার দেয়া হয় । দেশের বিশিষ্ট লেখকদের মানসম্মত শিশুসাহিত্য রচনায় আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ (বাংলা ১৩৯৬ সন) থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার'। এ পুরস্কারের অর্থমান ২৫ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ বিষয়াবলী - বাংলাদেশের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৮

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৫ সালে। ২০১৮ সালে চলচ্চিত্রশিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের জন্য ২৮টি বিভাগে বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীকে "জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৮" প্রদান করে সরকার। ২৮টি বিভাগে এ পুরস্কার দেয়া হয়। বিজয়ীরা হলেন-

পুরস্কারের নাম	বিজয়ী	চলচ্চিত্র
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	পুত্র
শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	গল্প সংক্ষেপ
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	ফরিদুর রেজা সাগর	রাজাধিকার রাজ্জাক
শ্রেষ্ঠ পরিচালক	মোস্তাফিজুর রহমান মানিক	জান্নাত
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	ফেরদৌস আহমেদ সায়মন সাদিক	পুত্র জান্নাত
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী	জয়া আহসান	দেবী
শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রে অভিনেতা	আলীরাজ	জান্নাত
শ্রেষ্ঠ খলচরিত্রে অভিনেতা	সাদেক বাচ্চু	একটি সিনেমার গল্প

শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনয় শিল্পী	মোশারফ করিম আফজাল শরীফ	কমলা রকেট পবিত্র ভালোবাসা
শ্রেষ্ঠ শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার	মাহমুদুর রহমান অনিন্দ্য	মাটির প্রজার দেশে
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক	ইমন সাহা	জান্নাত
শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক	মাসুম বাবুল	একটি সিনেমার গল্প
শ্রেষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠ শিল্পী	নাইমুল ইসলাম রাতুল	পুত্র
শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠশিল্পী	সাবিনা ইয়াসমিন আঁখি আলমগীর	পুত্র একটি সিনেমার গল্প
শ্রেষ্ঠ গীতিকার	কবির বকুল জুলফিকার রাসেল	নায়ক পুত্র
শ্রেষ্ঠ সুরকার	রুনা লায়লা	একটি সিনেমার গল্প
শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার	সৃদীপ্ত সাঈদ খান	জান্নাত
শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার	সাইফুল ইসলাম মান্নু	পুত্র
শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	হারুন রশিদ	পুত্র

শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদক	তারিক হসেন বিদ্যুৎ	পুত্র
শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক	উত্তম গুহ	একটি সিনেমার গল্প
শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক	জেড এইচ মিন্টু	পোস্টমাস্টার ৭১
শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক	আজাদ বাবু	পুত্র
শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা	সাদিয়া শবনম শাক্ত	পুত্র
শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জাকার	ফরহাদ রেজা মিলন	দেবী

আজীবন সম্মাননাঃ আলমগীর ও প্রবীর মিত্র।

সার্ক সাহিত্য পুরস্কার

২০০১ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কবি শামসুর রাহমান। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত ড. আনিসুজ্জামান সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

জগত্তারিণী পদক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পদক দিয়ে থাকে। সর্বপ্রথম ১৯২১ সালে "জগত্তারিণী পদক" লাভ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২০১৮ সালে "জগত্তারিণী পদক" লাভ করেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

রোকেয়া পদক-২০১৯

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য রোকেয়া পদক ১৯ পেয়েছেন
১. বেগম সেলিনা খাতুন
২. অধ্যক্ষ শামসুন নাহার
৩. নুরুননাহার ফয়জুননেসা
৪. পাপড়ি বসু
৫. বেগম আখতার জাহান

ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলাদেশি

সাল	বিজয়ী ব্যক্তি
১৯৭৮	তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ
১৯৮০	ফজলে হাসান আবেদ
১৯৮৪	ড. মুহাম্মদ ইউনূস
১৯৮৫	ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী
১৯৮৭	ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম
১৯৮৮	মোহাম্মদ ইয়াসিন
১৯৯৯	এঞ্জেলা গোমেজ
২০০৪	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
২০০৫	মতিউর রহমান
২০১০	এ এইচ নোমান খান
২০১২	সৈয়দ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

নজরুল পুরস্কার

১৯৮৫ সাল থেকে নজরুল বিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্য কবি নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে এ পুরস্কার দেয়া হয়ে আসছে। ২০১৮ সালের নজরুল পুরস্কার লাভ করেন কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন ও নজরুল সংগীত শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

•বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
•বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ পায়- ১৯৭৭ সালের ২৬ জুলাই।
•বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে-২০০০ সালের ২৬ জুন।
•বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলার মর্যাদা লাভ করে- ১৫ জুন ১৯৯৭।
•টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ- দশম সদস্য দেশ।
•বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান- আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
•ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান- মেহরাব হোসেন অপি।
•বাংলাদেশ দলের প্রথম অধিনায়ক- নাঈমুর রহমান দুর্জয়।
•টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের মালিক- মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)
•বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলে- ভারতের বিপক্ষে।
• টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও হ্যাট্রিককারী ক্রিকেটার- সোহাগ গাজী (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে)।
• টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান- তামিম ইকবাল।
•বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান- তামিম ইকবাল।
•বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয় করে- ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

•বাংলাদেশের শততম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- শ্রীলংকার বিপক্ষে।
•বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় লাভ করে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫)।
•টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান- মোহাম্মদ আশরাফুল ২০০১ সালে (১৭ বছর ৬১ দিন বয়সে)।
•ওয়ানডে এবং টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে 'ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- মোস্তাফিজুর রহমান।
• প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার হন- মোস্তাফিজুর রহমান।
•বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- ২৪ নভেম্বর ২০১১।
• বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি- নাজমুল হাসান পাপন
• বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান- মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
•আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৯ সালে।
• আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়-১৯৯৯ সালে (ষষ্ঠ আসরে)।
• নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়- ১০ জুন, ২০১৮ (ভারতকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে)।
•অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়- ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
• অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ সেরা হন- আকবর আলী।

বিশ্বকাপজয়ী বাংলাদেশ অ-১৯ ক্রিকেটদল (ছবিঃ আইসিসি)

ফুটবল

• বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে গঠিত হয়- ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই
• বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে -১৯৭৬ সালে
• বাংলাদেশ এএফসি সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে
• বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু
• ২০১০ সালের এসএ গেমসে ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ করে- বাংলাদেশ
• বাফুফের বর্তমান সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন
• বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়- ১৯৯৬ সালে
• বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া
• ফেডারেশন কাপ ফুটবল শুরু হয়- ১৯৮০ সালে
•বাংলাদেশ ফুটবল দলের বর্তমান কোচ জেমি ডে
• বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা- ২০০৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়ন
• বাংলাদেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু (১৭ টি)

বিবিধ

•বাংলাদেশের জাতীয় খেলা- কাবাডি।
•বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৮০ সালে।
•বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে-১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে (২৩ তম আসর)।
•জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
•ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া প্রথম বাংলাদেশি ও এশীয়- ব্রজেন দাস।
•বাংলাদেশি পুরুষ মাস্টার খেতাব অর্জন করেছেন- ৬ জন।
•বাংলাদেশি মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করেছেন- ২ জন (রাণী হামিদ, শামীমা আক্তার লিজা)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও চলচ্চিত্র

- BPC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Press Council.
- জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০ অক্টোবর ১৯৫৪।
- জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্ব নাম- পূর্ব পাকিস্তান প্রেসক্লাব।
- বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ১৯৩৯ সালের, ১৬ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর- আগারগাঁও ঢাকা
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র- ২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রামে)।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রথম স্থাপিত হয়- ১৯৬৪ সালে।
- বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত প্রথম নাটক- বুদ্ধদেব বসুর 'কাঠ ঠোকরা'।
- ঢাকা রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ৬ মার্চ, ১৯৭৫।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থার নাম- বাসস।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদ সংস্থার নাম- বিডি নিউজ।
- বিটিভির রঙিন টিভি চালু হয়- ১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে।
- বিটিভি ওয়ার্ল্ড চালু হয়- ১১ এপ্রিল, ২০০৪ সালে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক
ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
সংগ্রাম (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
জয় বাংলা (১৯৭২)	ফখরুল আলম
আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩)	খান আতাউর রহমান
সূর্য সংগ্রাম (১৯৭৪)	আব্দুস সামাদ
নদীর নাম মধুমতি (১৯৭৯)	তানভীর মোকাম্মেল
আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)	হুমায়ূন আহমেদ

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭)	চাষী নজরুল ইসলাম
মাটির ময়না (২০০২)	তারেক মাসুদ
জয়যাত্রা (২০০৪)	তৌকির আহমেদ
ধ্রুবতারা (২০০৬)	চাষী নজরুল ইসলাম
আমার বন্ধু রাশেদ (২০১১)	মোরশেদুল ইসলাম
গেরিলা (২০১১)	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
লাল সবুজ	শহিদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র

নাম	পরিচালক
স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১)	জহির রায়হান
এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭২)	জহির রায়হান
নাইন মান্থ টু ফ্রিডম (১৯৭২)	এস সুকুদেব
স্মৃতি একাত্তর (১৯৯১)	তানভীর মোকাম্মেল
মুক্তির গান (১৯৯৫)	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা (১৯৯৯)	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	আলমগীর কবীর
১৯৭১	তানভীর মোকাম্মেল